বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় শহীদদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণ, ৮ এপ্রিল ২০১৭

বাংলাদেশের মান্যবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
ভারতের শহীদ সেনাদের পরিবারবর্গ
বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী
এবং মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী
আমার মন্ত্রী পরিষদের সদস্যগণ, বিদেশ মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ
ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি
সভায় উপস্থিত অতি বিশিষ্ট গণ্যমান্য সদস্যবৃন্দ
বিশিষ্ট অতিথি ও আমার বন্ধুগণ,

আজ এক বিশেষ দিন। আজ ভারত ও বাংলাদেশের শহীদদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করার দিন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণদানকারী যোদ্ধাদের কথা মনে করার দিন। বাংলাদেশের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য ভারতীয় সেনা যোদ্ধাদের সাহসিকতা স্মরণ করার দিন। তবে পাশাপাশি বাংলাদেশের উপর চালিত পৈশাচিক হামলার কথাও স্মরণ করতে হবে যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে। সেই সাথে ইতিহাসের যে নৃশংস বিয়োগান্তক ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেছে তার পশ্চাতের বিকৃত মানসিকতাকেও ত্যাগ করতে হবে। আজ এই সুযোগে ভারত ও বাংলাদেশের ১৪০ কোটিরও বেশি মানুষের মধ্যেকার অটুট বিশ্বাস ও শক্তিকেও চিনতে হবে। আমরা আমাদের সমাজকে কিভাবে একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যত উপহার দেবো সেটি ভাববারও এটি একটি উপযুক্ত সময়।

মান্যবর,

ও সহকর্মীগণ, বিভিন্ন কারণে আজকের দিনটি ঐতিহাসিক একটি দিন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হওয়া সকল ভারতীয় সেনা পরিবারের জন্যও এটি অবিস্মরণীয় একটি মূহুর্ত। আজ বাংলাদেশ সেই ১৬৬১ ভারতীয় সৈন্যদের সম্মান জানাচ্ছে, যাঁরা ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। আমি ভারতের ১২৫ কোটি মানুষের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর সরকার ও বাংলাদেশের জনগণের এই আবেগপ্রবণ উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ভারতের বীর সৈনিক তথা আমাদের গর্বিত সেনারা শুধুমাত্র বাংলাদেশের সাথে হওয়া অন্যায়, অবিচার ও গণহত্যার বিরুদ্ধেই লড়াই করেনি। এই বীর সেনানীগণ ভারতীয় সংস্কৃতির অন্ত:স্থিত মানবিক মূল্যবোধের জন্যও লড়েছিল। এটি আমার পরম সৌভাগ্য যে এই মূহুর্তে ৭ ভারতীয় শহীদের পরিবার এখানে উপস্থিত রয়েছে। সমগ্র ভারত আপনাদের দুঃখ, আপনাদের ব্যথা ও আপনাদের কষ্টের সমভাগী। আপনাদের ত্যাগ ও তপস্যা অতুলনীয়। ভারতীয় সেনাদের এই মহান আত্মত্যাগের জন্য আমি ও সমগ্র জাতি সকল শহীদের প্রতি কোটি কোটি প্রণাম জানাই।

বন্ধুগণ,

বাংলাদেশের জন্ম যেখানে একটি নতুন আশার উদ্ভব ছিল, সেই ১৯৭১-এর ইতিহাস আমাদের অনেকগুলি যন্ত্রণাদায়ক মূহুর্তের কথা মনে করিয়ে দেয়। ১৯৭১ সালের এই এপ্রিল মাসেই বাংলাদেশে গণহত্যা চরম পর্যায়ে ছিল। বাংলাদেশে একটি গোটা প্রজন্মকে শেষ করে দেয়ার জন্য হত্যাযজ্ঞ চলছিল। বাংলাদেশের গৌরবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন প্রতিটি মানুষকে, যাঁরা বাংলাদেশের ভবিষ্যত প্রজন্মকে অতীত ইতিহাস সম্পর্কে অবগত করাতে পারতেন এমন প্রতিটি ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। শুধুমাত্র নির্দোষ মানুষকে হত্যা করাই এই গণহত্যার উদ্দেশ্য ছিল না, বরং তা ছিল বাংলাদেশের চিন্তা-চেতনার মূলোৎপাটন করা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্যায়ের জয় হয়নি। মানুষের মূল্যবোধের, কোটি কোটি বাংলাদেশীর ইচ্ছাশক্তির জয় হয়েছিল।

বন্ধুগণ,

বাংলাদেশের জন্মগাঁথা অপরিমেয় এক আত্মত্যাগের কাহিনি। এইসব আত্মত্যাগের গল্পগুলোর সূত্র ও ধারণা এক ও অভিন্ন। আর তা হচ্ছে রাষ্ট্র ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি অগাধ ভালবাসা। মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের মূল প্রেরণা ছিল দেশপ্রেম। মুক্তিযোদ্ধা শুধুমাত্র একটি মানবদেহ ও আত্মাই ছিলনা, বরং একটি অদম্য ও অবিনশ্বর চেতনা ছিল। আমি আনন্দিত যে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভারতের তরফ থেকেও কিছু প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের আওতায় মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবার থেকে দশ হাজারেরও বেশি সন্তানকে অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি দেয়া হয়। এঁদের পরিবারের মঙ্গলার্থে আজ এই সুযোগে আমি আরও তিনটি বিষয় ঘোষণা করছি। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আরও দশহাজার মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তানদের কাছে মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষাবৃত্তির সুফল পৌঁছে দেয়া হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের পাঁচ বছর মেয়াদী মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা সুবিধা দেয়া হবে এবং ভারতে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা নেয়ার জন্য প্রতি বছর ১০০ মুক্তিযোদ্ধাকে একটি বিশেষ চিকিৎসা প্রকল্পের অধীনে সহায়তা দেয়া হবে। বাংলাদেশের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি ভারতীয় সেনাসদস্যদের যুদ্ধ ও আত্মত্যাগের কথা কখনও ভুলে যাবার নয়। এই যুদ্ধে তাঁদের যোগ দেয়ার পিছনে মূল প্রেরণা ছিল বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তাঁদের ভালবাসা আর বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্নের প্রতি তাঁদের সম্মান। আর এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে যুদ্ধের ভয়াবহ বর্বরতার মধ্যেও ভারতীয় সেনারা তাঁদের কর্তব্য থেকে সরে আসেননি এবং যুদ্ধের নিয়ম অনুসরণের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বজুড়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ভারতীয় সৈন্যদের মহানুভবতা এমনই ছিল যে তারা ৯০ হাজার কয়েদি সেনাকে নিরাপদে যেতে দিয়েছেন। ১৯৭১-এ প্রদর্শিত ভারতের এই মানবিকতা গত শতাব্দীর সর্ববৃহৎ ঘটনাগুলোর অন্যতম। বন্ধুগণ, ভারত ও বাংলাদেশ, শুধুমাত্র নৃশংসতাকেই পরাজিতকারী দেশ নয় বরং পৈশাচিকতার মৌলিক ধারণা ত্যাগকারী দুটি দেশ।

বন্ধুগণ,

বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা বঙ্গবন্ধু ছাড়া অসম্পূর্ণ। এদের অস্তিত্ব একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দুটিই একে অপরের চিন্তার পরিপূরক। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রধান স্থপতি ছিলেন। তিনি চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর সময়ের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন। তাঁর প্রতিটি আহ্বান জনতাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। তাঁর একটি আধুনিক, উদার ও প্রগতিশীল বাংলাদেশের স্বপ্ন আজও বাংলাদেশের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে চলেছে। ১৯৭১-এ পরে একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরই নেতৃত্ব ছিল যিনি বাংলাদেশকে অশান্তি ও

অস্থিরতার বৃত্ত থেকে বের করে এনেছিলেন। সমাজের ঘৃণা ও ক্ষোভ দূর করে মহান বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে গেছেন। সোনার বাংলার স্বপ্ন সত্যি করার পথ দেখিয়েছেন। সেই সময়ে ভারতের তরুণ প্রজন্ম তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। আর এটি আমার সৌভাগ্য ছিল যে আমি স্বয়ং তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞান দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছি। আজ বঙ্গবন্ধুকে শুধু দক্ষিণ এশিয়ায়ই নয় বরং গোটা বিশ্বে শান্তি ও সহাবস্থান স্থাপনকারী নেতাদের একজন হিসেবে স্মরণ করা হয়। তাঁর সুযোগ্যা কন্যা, মাননীয় শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আজ এখানে রয়েছেন। এ উপলক্ষে আমি তাঁর অসম সাহসের প্রশংসা করতে চাই। উনি যেভাবে কঠিন পরিস্থিতি থেকে নিজেকে এবং তাঁর দেশকে বের করে এনেছেন তেমন সাহস সকলের মধ্যে থাকেনা। কিন্তু তিনি কঠিন শিলার মতো আজও দাঁড়িয়ে আছেন আর নিজের দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

বন্ধুগণ,

আজ আমাদের অঞ্চলকে, বিশ্বের এই প্রাচীন ভূখন্ডকে মুলত: তিনটি মতাদর্শে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই মতাদর্শ আমাদের সমাজ ও সরকারি ব্যবস্থার অগ্রাধিকারেরই প্রতিফলন। এটি এমন একটি আদর্শ যার মূলমন্ত্র হচ্ছে আর্থিক উন্নয়ন, দেশকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে তোলা এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে চলা। এই আদর্শের একটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ হচ্ছে বাংলাদেশের প্রগতি ও উন্নতি। ১৯৭১-এ বাংলাদেশী নাগরিকদের গড় আয়ু ভারতের চেয়ে কম ছিল। আজ বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ভারতের চেয়ে বেশি। গত ৪৫ বছরে বাংলাদেশের জিডিপি ৩১ গুণ বেড়েছে। মাথাপিছু আয় বেড়েছে প্রায় ১৩ গুণ। শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ২২২ থেকে হ্রাস পেয়ে এখন ৩৮ হয়েছে। ব্যক্তিপ্রতি চিকিৎসকের সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের রপ্তানি রীতিমতো ১২৫ গুণ বেড়েছে। পরিবর্তনের এই কয়েকটি পরিমিতি অনেককিছুরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিকল্পনা অনুযায়ী চলা বাংলাদেশ আর্থিক প্রগতির নতুন সীমানা পার করছে।

বন্ধুগণ,

পাশাপাশি দ্বিতীয় আদর্শ হচ্ছে- সকলের একতা: সকলের উন্নতি। আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে আমার দেশের সাথে সাথে ভারতের সকল প্রতিবেশী দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হোক; শুধুমাত্র ভারতের অগ্রগতি অসম্পূর্ণ, আর আমাদের নিজেদের সমৃদ্ধি এককভাবে কখনওই সম্পূর্ণ হতে পারেনা। আমরা এই কথাটিও জানি যে সকলের একতা: সকলের উন্নতি শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই নিশ্চিত করা সম্ভব। তাই প্রতিটি দেশের প্রতি আমরা বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আমাদের সমৃদ্ধির সমভাগী হতে প্রতিটি দেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে আমরা সমগ্র অঞ্চলের মঙ্গলের কথা ভেবেছি। এই ভাবনার সফলতার প্রত্যক্ষ উদাহরণ হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের দৃঢ় বন্ধনের অসাধারণ রেখাচিত্র। প্রতিটি ক্ষেত্রেই, হোক না তা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সংযোগ, জ্বালানি নিরাপত্তা, অথবা নিরাপত্তা কিংবা কয়েক দশক ধরে অমীমাংসিত স্থল সীমান্ত ও সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিরসন ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে। সকল ক্ষেত্রেই আমাদের সহযোগিতা, পারস্পরিক শান্তি, সার্বিক উন্নয়ন, পারস্পরিক বিশ্বাস ও আঞ্চলিক উন্নয়নের চিন্তার সফলতার বাস্তব প্রমাণ রয়েছে।

বন্ধুগণ,

তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে এই দুটি ধারণার বিপরীতেও দক্ষিণ এশিয়ায় একটি মনোভাব রয়েছে। এমন মনোভাব যা সন্ত্রাসবাদকে উস্কে দেয় ও তা লালন করে। মানবতা নয় বরং সহিংসা ও ত্রাস এই ধরনের চিন্তার মূলভিত্তি। যেটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্ত্রাসীদের মাধ্যম সন্ত্রাসের বিস্তার।

এমন একটি ধারণা যেটির নীতিনির্ধারকেরা মনে করেন-

- মানবতার থেকে সন্ত্রাসবাদ বড়
- উন্নতির থেকে ধ্বংস বড়
- সৃষ্টির থেকে হত্যা বড়
- বিশ্বাসের থেকে বিশ্বাসঘাতকতা বড় ।

এই ধারণা আমাদের সমাজের শান্তি ও ভারসাম্য এবং মানসিক ও আর্থিক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। এই মতাদর্শ গোটা অঞ্চল ও বিশ্বের শান্তি ও উন্নয়নের প্রতিরোধক। যেখানেই ভারত ও বাংলাদেশ তাদের আর্থিক উন্নয়নের চিন্তায় সমভাগী হচ্ছে সেখানেই তারা এই তৃতীয় নেতিবাচক ধ্যানধারণার শিকার হচ্ছে।

বন্ধুগণ,

আমরা আন্তরিকভাবে চাই যে এতদঞ্চলের সকল দেশের নাগরিক আরও অধিক সাফল্য ও অগ্রগতি লাভ করুক। আর এজন্য আমাদের সহযোগিতার দুয়ার সর্বদা খোলা রয়েছে। তবে এর জন্য সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসবাদী ধ্যানধারণা অনিবার্যভাবে পরিত্যাগ করতে হবে।

বন্ধুগণ,

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক কোন সরকার কিংবা ক্ষমতার মুখাপেক্ষী নয়। ভারত ও বাংলাদেশ একসাথে রয়েছে কারণ দেশ দুটির ১৪০ কোটি জনগণ একসাথে রয়েছে। আমরা সুখ-দুঃখের সঙ্গী। আমি সবসময় বলি, যে স্বপ্ন আমি ভারতের জন্য দেখি, আমার সেই শুভকামনা বাংলাদেশের জন্যও রয়েছে। আর ভারতের সকল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জন্যও রয়েছে। আমি বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করছি। ভারত একজন বন্ধু হিসেবে যথাসম্ভব সহযোগিতা করবে। পরিশেষে আমি আরও একবার মুক্তিযোদ্ধাদের, ভারতের সাহসী সেনানীদের অভিবাদন জানাচ্ছি। আর এই অনুষ্ঠানের আয়োজনকারী ও উপস্থিত সকলকে বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভারত সর্বদা এক ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য বন্ধুর মতো বাংলাদেশের সাথে সকল সময়ে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত আছে ও থাকবে।

জয় হিন্দ- জয় বাংলা!!!

****